গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপ পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা

এবং

নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি।

১ জুলাই ২০১৮-৩০ জুন ২০১৯ খ্রিঃ।

সূচীপত্র

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র			০২
উপক্রমণিকা			০৩
সেকশন ১	:	রুপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী	০৪
সেকশন ২	:	বিভিন্ন কার্যক্রমের চুড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)	০৫
সেকশন ৩	:	কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ	০৬
সংযোজনী ১	:	শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms)	১০
সংযোজনী ২	:	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী উইং/অফিস/ইউনিট/প্রকল্প এবং পরিমাপ পদ্ধতি	১১
সংযোজনী ৩	:	কর্মসম্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা	১৩

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview Performance)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

তুলা উন্নয়ন বোর্ডের অধীনস্থ ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জোনাল কার্যালয়ের অধীন বিভিন্ন ইউনিট কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন তুলাচাষ সম্প্রসারণ, মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিতরণ, বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শণী, চাষি প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, মাঠদিবস, বীজতুলা বাজারজাতকরণ ও জিনিং এবং ঋণ বিতরণ কার্যক্রম মনিটরিং এবং সমন্বয় সাধন করে আসছে। ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়ের আওতাধীন ঢাকা ও ময়মনসিংহ জোনে বিগত ৩ বছরে হাইব্রিড জাতের তুলার চাষ সম্প্রসারণ, তুলা ভিত্তিক শস্যবিন্যাস অবলম্বনে তুলা-বোরো ধান, তুলা-ভূট্টা, তুলা-তিল সম্প্রসারণ, বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক এর ব্যবহার, ফলিয়ার স্প্রে, গোড়া বাধাই ও অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে তুলার হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ আঁশের গুনগতমান উন্নয়নে অবদান রাখছে। ঢাকা অঞ্চলের নতুন নতুন এলাকায় তুলাচাষ সম্প্রসারনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় জামালপুর, মানিকগঞ্জ, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলাধীন বন্যামুক্ত চর এলাকায় তুলাচাষ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে, এতে একদিকে অর্নুবর জমি তুলাচাষের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে, অন্যদিকে চাষিরা আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে। মানিকগঞ্জের তামাকচাষ এলাকায় তুলাচাষ প্রর্বতন, ঢাকা জেলার লেবু চাষ এলাকায় লেবু বাগানে তুলাচাষ, মধুপুর গড় এলাকায় ফল ও কাঠের নতুন বাগানে তুলাচাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ঢাকা ও ময়মনসিংহ জোনের বিভিন্ন এলাকায় তুলার সাথে সাথী ফসল হিসেবে লাল শাক, ডাটা শাক ও অন্যান্য স্বল্পকালীন সবজি চাষে চাষীদেরকে উৎসাহিতকরণে সহযোগীতা প্রদান করা হচ্ছে। এসব উদ্যোগের কারণে ঢাকা অঞ্চলের ঢাকা ও ময়মনসিংহ জোনে হেক্টর প্রতি ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে, চাষিদের মাঝে হাইব্রিডসহ উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। বিগত ৩ বছরে (২০১৫-১৬ হতে ২০১৭-১৮)ঢাকা অঞ্চলের ঢাকা ও ময়মনসিংহ জোনে যথাক্রমে ২৮১৩ হে. জমিতে তুলাচাষ করে ৭২৭৯ মেট্রিক টন বীজতুলা, ৩০৬০ হে. জমিতে তুলাচাষ করে ৭৯০৭ মেট্রিক টন বীজতুলা এবং ৩০০৫ হে. জমিতে তুলাচাষ করে ৭২৩৬ মেট্রিক টন বীজতুলা উৎপাদন হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

- তুলা একটি দীর্ঘ (৬-৭ মাস)মেয়াদী ফসল হওয়ায় প্রচলিত ৩ ফসল শস্যবিন্যাসে অন্তর্ভূক্ত করা দূরহ এবং উচ্চ মূল্যের ফসলের সাথে প্রতিযোগীতা
- হাইব্রিড তুলাবীজের অধিক মূল্য। অপরপক্ষে বীজতুলার মূল্যের অস্থিতিশীলতা ও আশঁ তুলার মূল্যের আন্তর্জাতিক বাজার নির্ভরশীলতা এবং স্থানীয়ভাবে কোন জিনার বা ক্রেতা না থাকায় চাষিদেরকে তুলা ফসল বিক্রির জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয় ;
- মধুপুর গড় ও শেরপুর জেলার পাহাড়ী এলাকার অধিকাংশ মাটি অম্লভাবাপন্ন ও অনুর্বর। শেরপুর জেলার অধিকাংশ পাহাড়ী এলাকায় ফসলের নিবিড়তা কম থাকলেও হাতি ও বানরের আক্রমনে ফসলের ক্ষতির সম্ভাবনা ও সেচের অভাব ;
- জামালপুর, মানিকগঞ্জ, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জের চর এলাকার অনুর্বর মাটি এবং বন্যার ঝুকি। এছাড়াও অসময়ে বন্যা এবং বিগত মৌসুমে অনবরত বৃষ্টিতে তুলার বপন কাজে বাধাগ্রস্থ হওয়া ;
- পোকা মাকড়ের আক্রমনের ব্যপকতা- বিশেষ করে জ্যাসিডের আক্রমন বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিভিন্ন ধরণের রোগের আক্রমনের ব্যপকতা এবং প্রতিকারে যথাযথ প্রযুক্তির সল্পতা ;
- অধিকাংশ এলাকায় অধিক শ্রমিক মজুরী ও প্রাপ্যতার স্বল্পতা এবং ইন্ডাষ্ট্রিয়ালাইজেশন ও বসতবাড়ী সম্প্রসারণের কারণে তুলাচাষাপোযোগী উচু জমি হ্রাস পাওয়া।
- সম্প্রসারণ কাজে জনবলের স্বল্পতা ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাব ।

ভবিষ্যৎকর্ম পরিকল্পনা

- উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড জাতের তুলার চাষ এলাকা সম্প্রসারণ;
- নদী তীরবর্তী ও চর এলাকার বন্যামুক্ত এবং ফসলের নিবিড়তা কম এমন উঁচু জমি তুলাচাষের আওতায় আনা ;
- মধুপুর গড় অঞ্চলের রাবার বাগান, ফরেষ্টসহ অনাবাদী এলাকায় তুলাচাষ সম্প্রসারণ এবং মানিকগঞ্জ ও টাংগাইল জেলার তামাক চাষের আওতাধীন জমির চাষিকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে তুলাচাষের আওতায় আনা ;
- লেবু বাগানসহ নতুন ফলের বাগানে তুলাচাষ এবং সাথি ফসল চাষে চাষিকে আগ্রহী করা ;
- চাষিদের তুলাচাষের উন্নত প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষন অব্যাহত রাখা; ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষিদেরকে ঋণ সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং তুলাচাষকে জনপ্রিয় করণে ব্যপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহন ;
- উন্নত কৃষিতাত্ত্বিক সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তুলার হেক্টরপ্রতি ফলন বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহন । যেমন- গোড়াবাধাই, মাটি পরীক্ষাকরণের মাধ্যমে সারের মাত্রা নির্ধারণ, ফলিয়ার স্প্রে, অঙ্গজ শাখা কর্তন, ম্যাপাকুয়েট ক্লোরাইড ব্যবহার ইত্যাদি ;
- আইপিএম এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন খরচ কমানো,১৫ আষাঢ় (১ জুলাই) হতে ৩০ শ্রাবণের (১৫ আগষ্ট) মধ্যে তুলাবীজ বপন কার্যক্রম সম্পন্ন করা এবং আগাম তুলা বপন করে চাষিদেরকে বোরো ধান ও রবি ফসল চাষের সুযোগ সৃষ্টি করা ;
- অতিবৃষ্টি ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় সময়মত তুলাবীজ বপনে রেইজড বেড, রিজ এ ফারো, রোপন পদ্ধতিতে তুলাচাষে উৎসাহিত করা ।

২০১৮-১৯ মৌসুমে সম্ভাব্য অর্জনসমূহ

- ২০১৮-১৯ তুলাচাষ মৌসুমে ঢাকা এবং ময়মনসিংহ জোনের বিভিন্ন ইউনিটের আওতায় ৩৮০০ হেক্টর জমিতে তুলাচাষ করে ১১৪০০ মেট্রিক টন বীজতুলা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা গ্রহন করা হয়েছে;
- ২০১৮-১৯ মৌসুমে দুটি জোনে ১০ হেক্টর জমিতে বীজ ব্লক স্থাপন করে ১০.০০ মেট্রিক টন মানঘোষিত তুলা বীজ উৎপাদন করা হবে এবং ২২ মে.টন উন্নতমানের তুলাবীজ চাষিদের মাঝে বিতরণ করা হবে;
- চলতি মৌসুমে ৭৭ টি প্রর্দশণী প্লট স্থাপন করা হবে এবং ১৮ লক্ষ টাকা বিভাগীয় ঋণ হিসেবে চাষিদেরকে উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হবে;
- ২০১৮-১৯ মৌসুমে ১৬৫৭ টি দলীয় আলোচনা ও উদ্বুদ্ধকরণ সভার মাধ্যমে চাষীদেরকে তুলাচাষে উদ্বুদ্ধ করা হবে এবং ৪৫০ জন চাষিকে তুলা চাষের উন্নত প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে ও ১ টি কর্মশালা ও ১৬ টি মাঠ দিবস বাস্তবায়ন করা হবে;

উপক্রমণিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

তুলা উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন **উপ-পরিচালক, আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা অঞ্চল**

এবং

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন **তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক**

এর মধ্যে ২০১৮ সালের জুন মাসের ১১ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন ঃ

সেকশন ১

১.১ রূপকল্প (Vision) ঃ

তুলা ও তুলা ফসলের উপজাত এর উৎপাদন বৃদ্ধি।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission) ঃ

মানসম্পন্ন উচ্চফলনশীল জাতের বীজ সরবরাহ ও আঁশ উৎপাদন, গবেষণার মাধ্যমে জলবায়ু উপযোগী ও কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও উপকরণ সহায়তা দিয়ে তুলাচাষীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন ।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)ঃ

১.৩.১ বিভাগীয় কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. তুলার উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ;
২. তুলাবীজ সরবরাহ ও সহজলভ্যতা বৃদ্ধি।

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

১. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোড়দারকরণ ;
২. কার্য পদ্ধতি, কর্ম পরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন ;
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ;
৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোড়দারকরণ ।

১.৪ কার্যাবলী (Activities):

১. প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠদিবস ইত্যাদির মাধ্যমে চাষী পর্যায়ে তুলা চাষের আধুনিক কলা-কৌশল হস্তান্তর ও বিস্তার করা;
২. তুলাচাষের জন্য চাষিদের উদ্বুদ্ধ করা এবং তুলার ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি চাষিদের নিকট হস্তান্তরের জন্য সম্প্রাসারণ কার্যক্রম পরিচালনা ;
৩. কৃষক-কৃষাণীদের বিভিন্ন উপকরণ (উন্নত জাতের বীজ, সার, কীটনাশক প্রভৃতি) প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান ;
৪. বীজতুলার জিনিং ও মার্কেটিং ;
৫. জিনার কর্তৃক বেসরকারীভাবে বীজতুলা বাজারজাতকরণে এবং এর উপজাত (তৈল ও খৈল) প্রক্রিয়াকরণে উৎসাহ প্রদান ;
৬. তুলাচাষিদের ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান ।

সেকশন ২

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব (Outcome/ Impact)	কার্যসম্পাদন সূচকসমুহ (Performance Indicator)	একক (Unit)	ভিত্তি বছর ২০১৬-১৭	প্রকৃত ২০১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৮-১৯	প্রক্ষেপন (Projection)		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দয়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থা/ আঞ্চলিক কার্যালয় সমুহের নাম	উপাত্তসূত্র [Source(s) of data]
						২০১৯-২০	২০২০-২১		
দেশের বস্ত্রখাতের তুলার আমদানী নির্ভরতা কমবে।	আবাদকৃত তুলার জমি	হে.	৩০৬০	৩০০৫	৩৮০০	৩৮০০	৩৮০০	১. কৃষি মন্ত্রণালয় ২. তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সদর দপ্তর ৩. অত্র কার্যালয়ের অধীন জোণাল কার্যালয় সমূহ ৪. তুলা গবেষণা , প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধন খামার, শ্রীপুর ৫. বেসরকারী বীজ ও জিনিং কোম্পানী	প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জোনের মাসিক, ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন
	উত্তোলনকৃত বীজতুলা	মেট্রিক টন	৭৯০৭	৭২৩৬	১১৪০০	১১৫০০	১১৫০০		
তুলা গবেষণা ও চাষীদের সাথে মান সম্পন্ন বীজ বিতরণের মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধি পাবে।	উৎপাদিত তুলা বীজ	মেট্রিক টন	১৩.৫০	৭.৫	১০	১০	১০		
	বিতরনকৃত তুলা বীজ	মেট্রিক টন	১৪.৭৫	১৯.৪০	২২	২৫	২৫		
তুলাচাষের সঠিক সময়ে মান সম্পন্ন কৃষি উপকরণ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও বর্গাচাষীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হবে।	বিতরণকৃত বিভাগীয় ঋণ	টাকা (লক্ষ)	১৯.৩৯	১৯.১৪	১৮	২২	২২		